চাল, গম এবং বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করা হয়, এইসব বিপজ্জনক কাজে শিশুদের না পাঠিয়ে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে ঠেলে দিতে হবে, 2000 সালের কিশোর ন্যায় বিচার আইনের 24 নং ধারা বলে সেইসব ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা করবে, যারা শিশুদের বিপজ্জনক কাজে যুক্ত করেছে তাদের কাছ থেকে উপার্জিত অর্থ নিচ্ছে, যেসমস্ত আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে দৃঢ় করা যাবে সেগুলি হল — (i) কলকারখানার আইন, 1948 (ii) খনি আইন 1952, (iii) বিড়ি ও সিগারেট কর্মী আইন 1966 (iv) বাগান শ্রমিক আইন, 1951 (v) পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন 1963,

যদি কোনো মেয়ের বয়স 12 বছরের মধ্যে বিক্রি হয় তাহলে বর্তমান সরকার দুই বিক্রেতাকে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(vii) দৈহিক শাস্তি :- ভারতবর্ষে এখনও এমন কোনো আইন তৈরী হয়নি যাতে স্কুলের শারীরিক শাস্তি বন্ধ করা যায়। এখানে দৈহিক শাস্তিকে অপরাধ বলে ধরা হয়েছে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণীত হয়েছে, যেমন — তামিলনাড়ুতে শিশুর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন দেওয়া নিষিদ্ধ।

(viii) বালিকা শিশুদের :- ভারতীয় সংবিধান নিশ্চিত করে যে, 14 থেকে 18 নং ধারার জাতপাতের ক্ষেত্রে মধ্যে সমতার অধিকারের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তৃতীয় প্রজন্ম :- তৃতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি হল সংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার।

এই ধারণার উৎপত্তি আমরা লক্ষ্য করি 20-21 শতকে। তৃতীয় প্রজন্মে আমরা যে অধিকারগুলি পাই সেগুলি হল —

(i) প্রাকৃতিক অধিকার :- যার মধ্যে পড়েছে সুস্থ পৃথিবী, পরিষ্কার বাতাস ও পরিষ্কার জলের অধিকার; প্রত্যেকটি প্রজন্মের জন্য সম্পদকে টিকিয়ে রাখা, পৃথিবীর সমস্ত জীবের অধিকারগুলিকে রক্ষা করে দেওয়া।

(ii) সংস্কৃতিক অধিকার :- যার মধ্যে পড়েছে সংস্কৃতি সুরক্ষা প্রদান, ভাষাগত ধারণা, বিভিন্ন জাতি শ্রেণীর সংস্কৃতিকে রক্ষা রাখা।

(iii) কিছু প্রাচীন পুঁথি এবং লিপিকে সুরক্ষিত রাখা।

(iv) তৃতীয় প্রজন্মে আমরা পেয়েছি আত্মচেতনা।

(v) বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত আন্দোলন এবং সচেতনতা সচেতনতার প্রসারণ, পরিবেশগত সচেতনতা বন্ধুদের মধ্যে বৃদ্ধি করা।

সুবিধা :- তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে সুবিধাগুলি হল-

(i) মনুষ্যত্ব এবং বহুবিধ সংস্কৃতির মূল্যকে স্বীকার করা।

(ii) পরিবেশগত সচেতনতা।

(iii) নৈতিকতার ধারণা লাভ।

উপসংহার :- উপরিউক্ত তিনটি প্রজন্মের অধিকার থেকে আমরা যা পেলাম প্রথম প্রজন্মে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার, দ্বিতীয় প্রজন্মে সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার, তৃতীয় প্রজন্মে সংস্কৃতিক অধিকারগুলি আমরা পেয়েছি। এর উপর ভিত্তি করেই আধুনিক প্রজন্ম এগিয়ে চলেছে।

ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্ব অনুসারে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাই প্রজারা রাজের অর্থাৎ রাজা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধির আদেশকে অমান্য করতে পারে না, কেননা রাজকে অমান্য করার অর্থই হল ঈশ্বরকে অমান্য করা এবং তা পাপ বা ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ টমাস অ্যাকুইনাসের রচনায় ঐশ্বরিক রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ধারণা প্রকট হয়েছে, তিনি মনে করতেন সমগ্র বিশ্বের পরিকল্পনা ও পরিচালনার মধ্যে নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের যুক্তিবোধ। রাষ্ট্রের আইন সেই ঈশ্বরের প্রজ্ঞার অঙ্গ মাত্র, কাজেই মানুষের উচিত সেই আইন মেনে চলা।

(ii) দীর্ঘ ভোগের অধিকার তত্ত্ব:- দীর্ঘ ভোগের অধিকার তত্ত্ব রাজনৈতিক আনুগত্যের ব্যাখ্যাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। আর্নেস্ট বার্কার একে 'ভোগদখলের তত্ত্ব' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, দীর্ঘদিন কোন সম্পত্তি ভোগদখল করলে যেমন তার উপর ভোগদখলকারী ব্যক্তির স্বত্বাধিকার জন্মায় তেমনি শাসন করার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

(iii) চুক্তি মতবাদ বা সম্মতি মতবাদ:- চুক্তি মতবাদে রাজনৈতিক আনুগত্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। চুক্তি মতবাদ অনুসারে আনুগত্যের ভিত্তি হল সম্মতি। এই তত্ত্ব অনুসারে একজন নাগরিক শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ। বার্কার বলেছেন আইনী ব্যবস্থা ঘোষণা ও বলবৎকরণের সুফল ও সংরক্ষণ পাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি-নাগরিক অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, সেই ব্যক্তি ও তার সহচরেরা প্রচলিত আইন অনুসারে ঐ চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য।

কিন্তু চুক্তি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়ে চুক্তি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে,

কারন, রাষ্ট্র হল দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। রাষ্ট্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেনি।

(iii) আদর্শবাদী তত্ত্ব:- আদর্শবাদি তত্ত্ব মানুষের নৈতিক প্রকৃতির মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যের উৎস খুঁজে পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যকর্ম ও আইনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে, রাষ্ট্র হল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী, কাজেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরন করতে পারে না, কেননা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরন করার অর্থই হল ব্যক্তি কর্তৃক তার প্রকৃত ইচ্ছার বিরোধিতা করা, কাজেই ব্যক্তির কর্তব্য হল রাষ্ট্রকে ও রাষ্ট্রীয় আদেশ ও আইনকে মেনে চলা।

[illegible] রাজনৈতিক আনুগত্য বিষয়ে ল্যাস্কির ধারণা :-

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন ও বহুমুখী স্বার্থ ও প্রয়োজন এবং সেই সকল স্বার্থ ও প্রয়োজনসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অপর্যাপ্ততা এবং স্বেচ্ছামূলক সংঘগুলির সার্থক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে তিনি রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি ব্যক্তির অপরিবর্তনশীল নিঃশর্ত আনুগত্যের ধারণাটি বাতিল করে দিয়েছেন, তার মতে, রাজনৈতিক আনুগত্যের সাবেকী ধারণাগুলি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা, আনুগত্যের সাবেকি তত্ত্বগুলিতে [যেমন - ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্ব ও কান্ট ও হেগেলের ধারণা] আইনের পশ্চাতে যে অনুমোদন আছে সেটি মানুষের বিবেকের বাইরে রাখা হয়েছে।

ল্যাস্কি বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পর্কে তার নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, একমাত্র রাষ্ট্র ব্যক্তির আনুগত্যের দাবিদার হতে পারে না। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীগুলিও ব্যক্তির আনুগত্যের

২। রাজনৈতিক আনুগত্য বলতে তুমি কী বোঝ? এর ভিত্তির ব্যাখ্যা করো লেখ। [গুরুত্বপূর্ণ [illegible]]

⇒ রাজনৈতিক আনুগত্যের ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণা। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্যের আলোচনায় ধারণাটি গুরুত্ব অর্জন করেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রদানের বিনিময়ে রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী সদস্য হিসেবে ব্যক্তির রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে।

আনুগত্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Obligation'। এটি একটি লাতিন শব্দ। আভিধানিক অর্থ অনুসারে আনুগত্য হল আইন মেনে চলতে হয় এমন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি।

সংজ্ঞা :- মানুষ রাজনৈতিক জীব। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তার কিছু পাওয়ার অধিকারী রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা তারা কিছু নিয়ম প্রণয়ন করে ও আদেশ প্রদান করে। রাষ্ট্রের সদস্য বা নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি সেই সকল [illegible] নিয়মাবলী ও আদেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। একে বলে রাজনৈতিক আনুগত্য। রাজনৈতিক আনুগত্য এর তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য আইনকেন্দ্রিক।

রাজনৈতিক আনুগত্যের যে সমস্ত ভাবনায় প্রকাশ করা হয়েছিল সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

① ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্ব :- ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্ব রাজনৈতিক আনুগত্যের একটি প্রাচীন তত্ত্ব। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তায় এর সন্ধান [illegible] মেলে। এছাড়া সকল প্রাচীন, ইহুদি ও খ্রিস্টীয় প্রাচীন, মহাভারত ও মনুসংহিতায় রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির সমর্থন ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেই সবের শিক্ষার [illegible] উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তেমনি আনুগত্যের ধারণায় তা প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

দাবিদার। তাঁর মতে, ব্যক্তির স্বার্থ ও প্রয়োজন সমূহ পূরণকারী গোষ্ঠীমূলক সংঘগুলিও ব্যক্তির আনুগত্যের দাবিদার। ~~কা~~ কাজেই রাষ্ট্রকে ব্যক্তির আনুগত্য লাভের জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীমূলক সংঘগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়। রাষ্ট্রের আইনের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য অর্জনের জন্য তাকে ব্যক্তির দাবি পূরণে সমর্থ হতে হবে। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন ও স্বার্থসমূহ পূরণ করলে তবেই তার প্রতি আমরা আনুগত্য প্রদর্শন করব।

তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তির আনুগত্য দাবি করতে পারে। আইন ব্যক্তির জীবনে কী করেছে তা দেখা জরুরী। এক্ষেত্রে আইন সম্পর্কে ~~অ~~ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাস্কির মতে, আইনের প্রকৃত রূপকার হল নাগরিকদের অভিজ্ঞতা।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

⇒ ভূমিকা :- রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো এক নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করার নৈতিক দায়কে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন নৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি ও পরিধিকে ব্যাখ্যা করে যুক্তিসঙ্গত কাজ করার কথা বলতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হল রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার সমস্যা।

সংজ্ঞা :- নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হল বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য দেখানো। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যেহেতু আইনের মাধ্যমে কার্যকরী হয় সেহেতু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হল আইন মেনে চলা। কেননা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে নাগরিক ধারণার সম্পর্ক আছে। এও মনে করা হয় যে, সৎ নাগরিক হওয়া উচিত কোনো দেশের নাগরিক সেই দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবে এবং মেনে চলবে বা উচিত।

অন্যতম হলেন জন লক। তাঁর 'সেকেন্ড ট্রিটিজ অন গভর্নমেন্ট' উদারনীতিবাদের ভিত্তিস্থাপনকারী দলিল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

লকের রাজনৈতিক দর্শন বুঝতে হলে তাঁর লক্ষ্য কী তা জানা প্রয়োজন। তিনি সম্রাটের নিবিড়িত অধিকারের বদলে বিকল্প রাজনৈতিক বৈধতার তত্ত্ব উপস্থিত করতে চান।